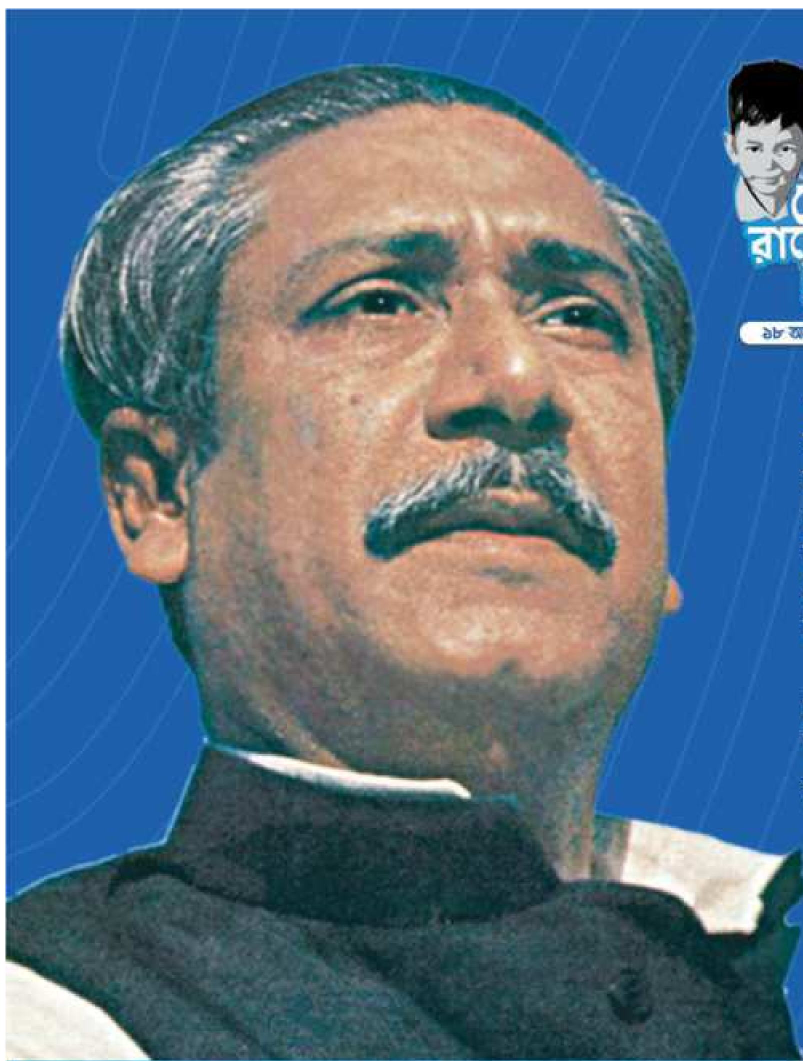

শেখ রাসেল দিবস ২০২১
১৮ অক্টোবর

শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস

"তোমার (রাসেল) মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো।" ও (রাসেল) কি বুঝতে চায়! কি করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর (রাসেল) দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে!

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূত্র: কারাগারের রোজনামচা

" টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বাড়িতে গেলে তার (রাসেল) খেলাধুলার অনেক সাথি ছিল। গ্রামের ছোট ছোট অনেক বাচ্চাদের জড়ো করত। তাদের জন্য ডামি বন্দুক বানিয়ে দিয়েছিল। সেই বন্দুক হাতে তাদের প্যারেড করাত। প্রত্যেকের জন্য খাবার কিনে দিত। রাসেলের খুদে বাহিনীর জন্য জামা-কাপড় ঢাকা থেকেই কিনে দিতে হতো। মা কাপড়-চোপড় কিনে টুঙ্গিপাড়ায় নিতে যেতেন। রাসেল সেই কাপড় তার খুদে বাহিনীকে দিত। সব সময় মা কাপড়-চোপড় কিনে আলমারিতে রেখে দিতেন। নাসের কাকা রাসেলকে এক টাকা নোটের বান্ডিল দিতেন। খুদে বাহিনীকে বিস্কুট লজেন্স কিনে খেতে টাকা দিত। প্যারেড শেষ হলেও তাদের হাতে টাকা দিত। এই খুদে বাহিনীকে নিয়ে বাড়ির উঠোনেই খেলা করত। রাসেলকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, বড় হলে তুমি কী হবে? তা হলে বলত, আমি আর্মি অফিসার হব।
ওর (রাসেল) খুব ইচ্ছা ছিল সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন থেকেই ওর (রাসেল) এই ইচ্ছা। কামাল ও জামাল মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর সব গল্প বলার জন্য আবদার করত। খুব আগ্রহ নিয়ে শুনত । "

শেখ হাসিনা এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূত্র: আমাদের ছোট রাসেল সোনা
পৃষ্ঠা-৩৩

"আজ আমার ছোট মামা শেখ রাসেলের জন্মদিন। এই দিনটিকে আমি একটা দুঃখের দিন মনে করি না। সুখের দিন মনে করি। এই দিনে আমার মনে পড়ে উনার সাথের সব স্মৃতিগুলো। তখন আমার বয়স অল্প ছিল। আমার ৭৫-এ মাত্র চার বছর বয়স, রাসেল মামার দশ বছর। সেও একজন শিশু ছিলেন আর আমি আরও ছোট। আমি তখন পরিবারের প্রথম নাতি। তখনকার বেশি কিছু আমার মনে নাই। একটি কথা মনে আছে যে, আমার রাসেল মামা খুব শৌখিন ছিলেন, তার অনেক খেলনা ছিল । উনার অনেকগুলো প্লেন ছিল, গাড়ি ছিল, তিনি সাজিয়ে রাখতেন। আমি ছোট ছিলাম, দুষ্টু ছিলাম–উনাকে খুব জ্বালাতাম। তিনি খেলনা সাজিয়ে রাখতেন আর আমি ওগুলো নিয়ে দৌড় দিতাম। তিনি সোজা আমার পিছে দৌড়াতেন আর আমি সোজা নানীর আঁচলের নীচে লুকাতাম।

আজকে উনার জন্মদিন। আপনারা জানেন, সেই ৭৫-এর খুনিদের বিচার করেছে আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার। যেটা বিএনপি সরকার জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে তাদেরকে ইনডেমনিটি দিয়ে ছিল। সেই ৩০ বছর পর আওয়ামী লীগ সেই খুনিদের বিচার করতে পেরেছে।"

সজীব ওয়াজেদ জয়
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

সূত্র: বক্তৃতা, ১৮ই অক্টোবর, ২০১৫

"শেখ রাসেলের বেড়ে উঠা, মানবিকতা, উদারতা, অতিথিপরায়ণতা এবং ছোট্ট দশ বছর জীবনের নানা ঘটনা–এই সবকিছু আমরা তুলে ধরতে চাই বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে।"

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

"শেখ রাসেল আমাদের কাছে বেদনার এক মহাকাব্যের নাম। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ থাকবে, ততদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাথে শেখ রাসেলও বেঁচে থাকবে বাঙালির হৃদয়ে। পাষণ্ড বুলেট হয়তো জানেনা যে, মানুষের ভালোবাসায় যুগ যুগ যাঁরা বেঁচে থাকে, মৃত্যু তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে না।"

এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি
সভাপতি
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

"শেখ রাসেলের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের শিশু-কিশোররা দেশ গঠনের জন্য আগামী দিনে তৈরি হবে। যা দেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।"

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১৯৬৪

'রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা চাচা বাসায়। বড় ফুফু ও মেজো ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। মেজো ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন, তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড় সড় হয়েছিল রাসেল।'

সূত্র: শেখ হাসিনা, 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা'

১৯৬৬

'কারাগারে দেখা করার সময় রাসেল কিছুতেই তাঁর বাবাকে রেখে আসবে না। এ কারণে তাঁর মন খারাপ থাকতো। কারাগারের রোজনামচায় ১৯৬৬ সালের ১৫ জুনের দিনলিপিতে রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "১৮ মাসের রাসেল জেল অফিসে এসে একটুও হাসে না- যে পর্যন্ত আমাকে না দেখে। দেখলাম দূর থেকে পূর্বের মতোই 'আব্বা আব্বা' বলে চিৎকার করছে। জেল গেট দিয়ে একটা মাল বোঝাই ট্রাক ঢুকেছিল। আমি তাই জানালায় দাঁড়াইয়া ওকে আদর করলাম। একটু পরেই ভিতরে যেতেই রাসেল আমার গলা ধরে হেসে দিল। ওরা বলল আমি না আসা পর্যন্ত শুধু জানালার দিকে চেয়ে থাকে, বলে 'আব্বার বাড়ি'। এখন ধারণা হয়েছে এটা ওর আব্বার বাড়ি। যাবার সময় হলে ওকে ফাঁকি দিতে হয়।"

১৯৬৭

কারাগারের রোজনামচায় ১৯৬৭ সালের ১৪-১৫ এপ্রিলের অন্যান্য প্রসঙ্গ ছাড়াও রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "জেল গেটে যখন উপস্থিত হলাম ছোট ছেলেটা আজ আর বাইরে এসে দাঁড়াইয়া নাই দেখে আশ্চর্যই হলাম। আমি যখন রুমের ভিতর যেয়ে ওকে কোলে করলাম আমার গলা ধরে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কয়েকবার ডাক দিয়ে ওর মার কোলে যেয়ে 'আব্বা' 'আব্বা' করে ডাকতে শুরু করল। ওর মাকে 'আব্বা' বলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?' ওর মা বলল,"বাড়িতে 'আব্বা' 'আব্বা' করে কাঁদে তাই ওকে বলেছি আমাকে 'আব্বা' বলে ডাকতে।" রাসেল 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকতে লাগল। যেই আমি জবাব দেই সেই ওর মার গলা ধরে বলে, 'তুমি আমার আব্বা।' আমার উপর অভিমান করেছে বলে মনে হয়। এখন আর বিদায়ের সময় আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।"

১৯৭১

১৯৭১ সালে রাসেল তাঁর মা ও দুই আপাসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। পিতা বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি এবং বড় দুই ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল চলে গেছেন মুক্তিযুদ্ধে। মা ও আপাসহ পরিবারের সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্ত হন। রাসেল 'জয় বাংলা' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাইরে তখন চলছে বিজয়-উৎসব।

১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে দেশি-বিদেশি চক্রান্তে পরিবারের সদস্যদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়। তখন রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

www.sheikhrussel.gov.bd

999 109 BANGLADESH COMPUTER COUNCIL CCA Digital Security Agency a2i 333
www.ictd.gov.bd | www.doict.gov.bd | ictdivisionbd | departmentofict